কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বাড়িতেই পৌঁছে যাচ্ছে নৌকার স্কুল

শরীফুল আলম সুমন, সুনামগঞ্জ থেকে ফিরে ▷

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ওয়ুফা আক্তার। সকাল সাড়ে ৮টা বাজতেই বই-খাতা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির সামনে। এখানেই সে অপেক্ষা করে স্কুলের জন্য। স্কুল নিজেই বাড়িতে এসে তাকে নিয়ে যাবে। ওয়ুফা বলল, 'আমাদের নৌকা নেই। তাই বেহেলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে পড়ালেখাই বাদ দিয়েছিলাম। কারণ বর্ষার পুরো সময়ই স্কুলে যাওয়া যায় না। কিন্তু যখন জানতে পারলাম আমাদের গ্রামে নৌকার স্কুল এসেছে। তখন আবারও আমি ভর্তি হয়েছি। এখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছি। ঝড়-বৃষ্টি যাই হোক না কেন আমাদের কোনো চিন্তা করতে হয় না। স্কুল বাড়িতে এসে নিয়ে যায় আবার ছুটি হলে দিয়ে যায়।'

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার প্রায় পুরোটাই হাওরাঞ্চল। বছরের ছয় মাস চারদিকে শুধু পানি আর পানি। তাই এই সময়ে স্কুলে যাওয়া হয় না বেশির ভাগ শিশুরই। ফলে প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোতে না পেরোতেই ঝরে পড়ে অনেক শিশু। আর এই ঝরে পড়া রোধ করতেই বিকল্প পদ্ধতিতে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে এগিয়ে এসেছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা। এর মধ্যে 'ব্র্যাক' পরিচালনা করছে ৩০টি নৌকার স্কুল। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শিক্ষা তরী'। এসব শিক্ষা তরী প্রচলিত স্কুল থেকে কিছুটা আলাদা হলেও সরকারি কারিকুলাম অনুযায়ীই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় (পিএসসি) অংশ নেয়।

জানা যায়, নৌকার স্কুলগুলো এক ক্লাসের স্কুল। প্রতিটি শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা নৌকা। একটি নৌকায় ৩০ জন শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পায়। এক বা একাধিক গ্রামের পাঁচ-ছয়টি পাড়া মিলে একটি নৌকার স্কুল রয়েছে। তবে এই স্কুল হাওরাঞ্চলের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। নৌকার স্কুলে একজন মাঝি আর একজন শিক্ষক থাকেন। তাঁরা স্কুল শুরুর আগেই প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। শিশুদের নিয়ে কোনো গাছের ছায়ায় নৌকা বাঁধা হয়। আবার ছুটি হলে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। আর নৌকার স্কুলে, নিয়মিত ক্লাস হয় বলে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ ৯ মাস এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষাবর্ষ ১১ মাস করে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে নৌকার স্কুলে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে সময় প্রায় এক বছর কম লাগছে।

গত বুধ ও বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার বেহেলী ইউনিয়ন ঘুরে বেশ কয়েকটি নৌকার স্কুল দেখা যায়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

বাড়িতেই পৌঁছে যাচ্ছে নৌকার স্কুল

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীর উপস্থিতি একেবারেই কম থাকলেও নৌকার স্কুলে উপস্থিতি প্রায় শতভাগ। কারণ নৌকার স্কুল প্রতিটি শিশুর বাড়িতে যায়। বুধবার বিকেল ৩টার দিকে রহমতপুর গ্রামে দেখা যায়, নৌকার স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস চলছে। ওই স্কুলে ২৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৭ জনকেই উপস্থিত পাওয়া যায়।

নৌকার স্কুলের শিক্ষক রেখা রানী পাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের স্কুলে শিক্ষাসহযোগী কার্যক্রমকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই প্রচলিত সিলেবাসের পাশাপাশি শনিবারে গান, রবিবারে নাচ, সোমবারে আবৃত্তি, মঙ্গলবারে চিত্রাঙ্কন, বুধবারে গল্প বলা ও বৃহস্পতিবারে আউটডোর গেমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে শিশুরা স্কুলে আসতে উৎসাহিত হয়। এ ছাড়া আমাদের শিক্ষার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে প্রতিদিন গ্রুপ ওয়ার্ক করানো হয়। বই-খাতাসহ সব শিক্ষা উপকরণ বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। প্রতি মাসে একবার অভিভাবক মিটিংও হয়।'

নৌকার স্কুলে দেখা যায়, শিশুরা চারপাশে গোল হয়ে বসে পড়ালেখা করছে। আর নৌকার মধ্যেই একটি লাইব্রেরি রয়েছে। একটি টয়লেটও আছে। নৌকায় টানানো হয়েছে দেয়াল পত্রিকা। এ ছাড়া আছে বাংলা ও ইংরেজি শব্দকোষ, যা প্রতি মাসেই পরিবর্তন করা হয়।

অনেক শিশুই পাওয়া গেল যারা এই নৌকার স্কুলের কারণেই আবারও পড়ালেখায় ফিরে এসেছে। মো. আলী নুর মিয়ার বয়স ১৩ বছর। সে এখন পড়ছে পঞ্চম শ্রেণিতে। নুর বলল, 'রাধানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর স্কুলে যাওয়া বাদ দিয়েছিলাম। বর্ষায় সময় নৌকা নেই তাই স্কুলে যেতে পারি না। আবার বৈশাখে ধান কাটা থাকার কারণেও স্কুলে যেতে পারতাম না। কিন্তু নৌকার স্কুল আসার পর আবার ভর্তি হয়েছি।'

আবার অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা প্রথম শ্রেণি থেকেই নৌকার স্কুলে পড়ছে। সোমা আক্তার নামের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলল, 'নৌকার স্কুল সকালে আমাদের বাড়িতে এসেই আমাকে নিয়ে যায়। তাই আব্বা আমাকে এই স্কুলে পাঠিয়েছে। দুপুরের খাবার নিয়ে আসি। স্কুল ছুটি হলে বিকেলে আবার বাড়িতে দিয়ে আসে।'

জানা যায়, বাংলাদেশের শতকরা ৬৬ ভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে। প্রতিবছর মৌসুমি বন্যায় এক-পঞ্চমাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। তবে এর মধ্যে হাওরাঞ্চলই অন্যতম। আর এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা। অনেক স্কুল ডুবে যায়। আবার স্কুল না ডুবলেও নৌকার অভাবে শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের ফলে এই শতকের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের অন্তত ১৮ শতাংশ এলাকা তলিয়ে যাবে। গৃহহীন হয়ে পড়বে কমপক্ষে তিন কোটি মানুষ। তাই পানিতে বেঁচে থাকার নানা উপায় নিয়ে এরই মধ্যে গবেষণা চলছে। আর পানির মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষাকে চালিয়ে যাওয়ার অন্যতম উপায় হিসেবে নৌকার স্কুলকেই ভাবছেন শিক্ষাবিদরা।

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক নরোত্তম বিশ্বাস কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যেসব গ্রাম বা পাড়ায় স্কুল নেই এবং ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা বেশি সেখানেই আমরা নৌকার স্কুলের ব্যবস্থা করি। একবার পড়ালেখা বাদ দেওয়া শিশুদের বয়স বেড়ে যাওয়ায় লজ্জায় সরকারি স্কুলে পুনরায় ফিরে যায় না। তাদেরই আমরা ফিরিয়ে আনছি। আমাদের শিক্ষকদের প্রতি মাসে একবার দুই দিনের ট্রেনিং দেই। সেখানেই পুরো মাসের সিলেবাস ঠিক করে দেওয়া হয়। ফলে আমাদের স্কুলের ফলও অন্যান্য স্কুলের চেয়ে ভালো।'